ফটোশপ সিসি ফিচারস

আহমদ ওয়াহিদ মাসুদ

অ্যাডোবির ক্রিয়েটিভ স্যুটের সর্বশেষ ভার্সন ছিল সিএস৬। গত বছর অ্যাডোবি তাদের প্রডাক্টের মাঝে কিছু পরিবর্তন এনেছে। যার মাঝে সবচেয়ে বড় হলো ফটোশপের পরিবর্তন। আগে ফটোশপ ছিল ক্রিয়েটিভ স্যুটের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু এখন এটিকে ক্রিয়েটিভ ক্লাউডের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাই এখন ফটোশপের ভার্সনগুলো সিএস দিয়ে প্রকাশ না করে বলা হয় সিসি। প্রথম ফটোশপ সিসি (১৪.০) চালু করা হয় ১৮ জুন ২০১৩ সালে। যার মাঝে যোগ করা হয় অনেক নতুন ফিচার। পরে বিভিন্ন আপডেটের মাধ্যমে ফটোশপের বর্তমান ভার্সন এসে দাঁড়িয়েছে ১৪.২-তে। এ লেখায় ফটোশপের বিভিন্ন ইউনিক ফিচার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

স্মার্ট শার্পেন : নতুন ফিচারের মাঝে স্মার্ট শার্পেন অন্যতম। সমৃদ্ধ টেক্সচার, ধারালো এজ এবং সূক্ষ্ম ডিটেইলস হলো এর বৈশিষ্ট্য। তাই বর্তমান সময়ে সবচেয়ে উন্নত শার্পেনিং হলো এই স্মার্ট শার্পেনিং। এটি একটি ছবিকে অ্যানালাইজ করে ছবির ক্ল্যারিটি অনেক বাড়িয়ে দিতে পারে এবং ছবির নয়েজ প্রায় পুরোপুরি কমিয়ে আনতে পারে। এটি দিয়ে ছবির অনেক ধরনের ফাইন টিউনিং করা যায়, যা একটি সাধারণ ছবিকে উঁচু মানের ছবিতে পরিণত করতে সক্ষম।

ক্যামেরা শেক রিডাকশন : ফটোগ্রাফারদের একটি সাধারণ সমস্যা হলো ক্যামেরা শেক প্রবলেম। অর্থাৎ একজন ফটোগ্রাফার ছবি তোলার সময় ক্যামেরার সেটিংগুলো খুব সুন্দর করে সেট করলেন, কিন্তু ছবি তোলার মুহূর্তে হাত হালকা কেঁপে যাওয়ায় ছবিটি নষ্ট হয়ে গেল। নষ্ট হওয়া বলতে বোঝানো হচ্ছে ছবি একটু ব্লার হয়ে গেল যেটি সাধারণ কোনো টুল দিয়ে ঠিক করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ যে ছবি তোলার সময় নড়ে গেল, সেটি পুরোটাই নষ্ট হয়ে গেল। ফটোশপের নতুন ভার্সনে তাই ক্যামেরা শেক রিডাকশন নামে একটি অপশন রাখা হয়েছে। যেটি দিয়ে ব্যবহারকারী এ ধরনের নষ্ট হয়া ছবিগুলো অনেকটাই ঠিক করে নিতে পারবেন।

ক্যামেরা র ৮ ও র ফিল্টার : যারা ডিএসএলআর ক্যামেরা ব্যবহার করেন, তারা সবাই জানেন উঁচু মানের ক্যামেরা দিয়ে ছবি তোলার সময় জেপিজি ফরম্যাটেও সেভ করা যায়, তেমনি র ফরম্যাটেও সেভ করা যায়। র ফরম্যাটে অনেক অ্যাডভান্সড এডিট করা সম্ভব, যা সাধারণ ফরম্যাটে করা সম্ভব নয়, যেমন অ্যাডভান্সড কালার/লাইট কন্ট্রোল ইত্যাদি। মজার ব্যাপার, র এডিটিংয়ে সাধারণ এডিটিংয়ের মতো লেয়ারের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আমরা সবাই জানি, লেয়ারের ব্যবহার হলো ফটোশপের সবচেয়ে ইউনিক ফিচারের একটি এবং এ লেয়ারের ব্যবহারের জন্য অনেক অ্যাডভান্সড এডিটিং সম্ভব, যা লেয়ার ছাড়া কোনোভাবেই করা যেত না। কিন্তু এতদিন র ফরম্যাটে লেয়ারের ব্যবহার করা যেত না বলে র-তে যা এডিট করতে হতো। তবে এবার সে সমস্যা দূর করা হয়েছে।

ইমেজ রিসাইজিং : ফটোশপ সিসিতে ইমেজ রিসাইজিংয়ের ক্ষেত্রেও অনেক উন্নতি সাধন হয়েছে। আগে ইমেজ রিসাইজ করার ক্ষেত্রে, বিশেষ করে ছোট ছবিকে বড় করতে গেলে ছবির মান অনেক কমে যেত, যা একটি সাধারণ ঘটনা। তবে এবার ইমেজ রিসাইজ করার ক্ষেত্রে একটি নতুন মেথড ব্যবহার করা হয়, যাতে মূল ছবির মান খুব ভালোভাবে অ্যানালাইজ করা হয়। সুতরাং ইমেজ রিসাইজ করার ক্ষেত্রেও ছবির মান তেমন খারাপ হয় না।

রাউন্ড রেক্ট্যাঙ্গেল এডিট করা : নতুন ফটোশপে বিভিন্ন শেপ রিসাইজ করার অপশন যুক্ত করা হয়েছে। আগে কোনো শেপ, যেমন রেক্ট্যাঙ্গেল ব্যবহার করলে তা তেমন একটা রিসাইজ করা যেত না। নতুন শেপ আঁকা, পরে তা এডিট করা এবং চাইলে আকার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার অপশন যুক্ত করা হয়েছে।

মাল্টিপল শেপ ও পাথ সিলেকশন : নতুন ভার্সনে মাল্টিপল পাথ, শেপ অথবা ভেক্টর মাস্ক একসাথে সিলেক্ট করার অপশন রাখা হয়েছে। এমনকি এবার একাধিক লেয়ারের মাঝে অসংখ্য পাথ থেকেও নির্দিষ্ট পাথগুলোকে সিলেক্ট ও এডিট করা যাবে।

এক্সটেন্ডেড ভার্সনের ফিচার অ্যাড : ফটোশপ সিসিতে অ্যাডভান্সড থ্রিডি এডিট ও ইমেজ অ্যানালাইসিস টুল যোগ করা হয়েছে, যা আগে ফটোশপ এক্সটেন্ডেড ভার্সনের অন্তর্গত ছিল।

টাইপের জন্য সিস্টেম অ্যান্টি-অ্যালাইজিং : অ্যান্টি-অ্যালাইজিং ছবি বা অ্যানিমেশনের জগতে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফিচার। সাধারণ ছবিকে আরও অনেক স্মুথ ও সফট করা হলো এই ফিচারের কাজ। টেকনিক্যাল বিষয়গুলো বলতে গেলে, একটি ছবিতে অনেক জায়গায় এমন থাকে যেখানে কোনো অবজেক্টের এজ আছে বা একটি কালারের পাশে আরেকটি নতুন কালার শুরু হয়েছে। অ্যান্টি-অ্যালাইজিংয়ের মাধ্যমে এই এজগুলোর পাশে আরও কিছু কাছাকাছি কালারের নতুন পিক্সেল যোগ করা হয়, যার ফলে অবজেক্টের এজগুলো অনেক সফট ও মসৃণ দেখায়। এটি পাশাপাশি দুটি কালারের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ওয়েবে ছবির টাইপ কেমন দেখাবে এর অপশন রাখা হয়েছে, যেখানে অনেকটা অ্যান্টি-অ্যালাইজিংয়ের মতো একটি অপশন রাখা হয়েছে।

উন্নত স্মার্ট অবজেক্ট সাপোর্ট : স্মার্ট অবজেক্টে আরও সাপোর্ট যুক্ত করা হয়েছে। আগে স্মার্ট অবজেক্টে অনেক ধরনের এডিট করা যেত না। এডিট করতে হলে কোনো স্মার্ট অবজেক্টকে আগে র‍্যাস্টারাইজ করে নিতে হতো। এবার স্মার্ট অবজেক্টে ব্লার গ্যালারি ও লিকুইফাই ইফেক্ট যুক্ত করা যাবে। এতে মূল ছবির কোনো পরিবর্তন হবে না। যেকোনো সময় ব্যবহারকারী এসব ইফেক্ট যুক্ত করতে পারবেন, আবার রিমুভও করতে পারবেন। এমনকি ফাইল সেভ করার পরও ইফেক্ট রিমুভ করা সম্ভব।

উন্নত থ্রিডি পেইন্টিং : ফটোশপে থ্রিডি অবজেক্টে পেইন্ট করা বা ইফেক্ট অ্যাড করা একটু ঝামেলার ব্যাপার। এতে প্রসেসরকে অনেক কাজ করতে হতো আগে। ফলে কমপিউটার স্লো হয়ে যেত। কিন্তু থ্রিডি অবজেক্ট পেইন্ট করার ক্ষেত্রে লাইভ প্রিভিউ আগের থেকে ১০০ গুণ বেশি দ্রুত হবে। ফটোশপের শক্তিশালী থ্রিডি ইঞ্জিনের সাহায্যে যেকোনো থ্রিডি মডেলকে অনেক সুন্দর করা সম্ভব। আর পাঠকদের জানার জন্য বলে রাখা ভালো, ফটোশপে লাইভ প্রিভিউর অপশন অনেক আগে থেকেই আছে। অর্থাৎ ইউজার যখন কোনো অবজেক্ট এডিট করে, তখন তা অ্যাপ্লাই করার আগেই মূল ছবিতে অবজেক্টটির সেই পরিবর্তন দেখা যায়। পরে ইফেক্টটি অ্যাপ্লাই করলে সেই পরিবর্তন থেকে যাবে, আর না করলে তা বাদ দিয়ে দেয়া হবে। সহজ কথায় ব্যবহারকারী কোথাও কোনো এডিট করলে সাথে সাথে তার ইফেক্ট দেখাবে। কিন্তু খুব ভারি এডিট করার সময় এ ধরনের লাইভ প্রিভিউ সাধারণত বন্ধ করে রাখতে বলা হয়। কেননা এতে প্রসেসরের অনেক শক্তি প্রয়োজন হয়। তাই কমপিউটারের স্পিড কমে যায়। আর থ্রিডি অবজেক্ট এডিটিং হলো সবচেয়ে ভারি এডিটগুলোর মাঝে অন্যতম। তবে নতুন ভার্সনে এমন অ্যালগরিদম ব্যবহার করা হয়েছে, যাতে থ্রিডি অবজেক্টের এডিট করার সময়ও লাইভ প্রিভিউতে কমপিউটারের স্পিডের কোনো সমস্যা না হয়।

উন্নত সিএসএস সাপোর্ট : এইচটিএমএল, সিএসএস ইত্যাদিতে বিভিন্ন কালার ব্যবহার করার জন্য কালার কোড ব্যবহার করা হয়। এসব ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে বিভিন্ন ওয়েবসাইট বা ওয়েবভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করা হয়। ফটোশপে এসব সিএসএস কোড সরাসরি ইমপোর্ট করে কালার ম্যাচ বা ব্যবহার করা সম্ভব। এছাড়া ফটোশপের কিছু ইফেক্টের কোড তৈরি করে তা সরাসরি সিএসএসে ব্যবহার করা সম্ভব।

উন্নত থ্রিডি সিন প্যানেল : থ্রিডি সিন প্যানেল দিয়ে টুডি অবজেক্ট থেকে থ্রিডি অবজেক্ট বানানো হয়। আর ফটোশপের নতুন ভার্সনে এই প্যানেলের আরও অনেক উন্নতি সাধন করা হয়েছে। এছাড়া এতে অনেক ইফেক্ট যুক্ত করার অপশনও রাখা হয়েছে। যেমন লেয়ার প্যানেল ব্যবহার, ডুপ্লিকেট, ইনস্ট্যান্স, গ্রুপ ইত্যাদি।

মিনিমাম/মাক্সিমাম ফিল্টার : ফটোশপে আরও অনেক নিখুঁতভাবে মাস্ক ও সিলেকশন করা সম্ভব। এছাড়া এখানে স্কয়ারনেস বা রাউন্ডনেস প্রিজারভ করার অপশন আছে।

ফটোশপ দিয়ে একটি ছবির সব ধরনের এডিট করা সম্ভব। আর যত দিন যাচ্ছে এর ফিচারের সংখ্যা ও সুবিধা ততই বাড়ছে কজ

ফিডব্যাক : wahid_cseaust@yahoo.com